জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (জীবনী ভিত্তিক) উপর রচনা প্রতিযোগিতা।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও বর্তমান বাংলাদেশ

প্রতিযোগীর নাম : নুসরাত জাহান।

বিভাগ : ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-১৯

পজিশন : তৃতীয়

ই-মেইল আইডি : nusrat.stu20183@juniv.edu

রচনাঃ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন ও বর্তমান বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি নাম, একটি সংস্কৃতি ও একটি দেশ। কোন অত্যুক্তি নয়, বরং একজন বাংলাদেশি মাত্রই স্বীকার করতে হবে বঙ্গবন্ধু না থাকলে বাংলাদেশ নামের এই দেশটির উত্থান সম্ভব ছিলো না। তাই আজ রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিপীড়িত জাতির ভাগ্যাকাশে যেখন দুর্যোগের কালোমেঘ, তখনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৌরবময় আবির্ভাব।

> "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসিকতায় তিনিই হিমালয়।" -ফিদেল কাস্ত্রো

আমেরিকার প্রেসিডেন্টদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা প্রত্যেকেই একটি রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। সবারই যে রাজনৈতিক দর্শন থাকে তা নয়। কিন্তু বিজ্ঞা প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট মার্কিন জাতিকে একটি করে কল্যাণকর রাজনৈতিক দর্শন উপহার দিয়েছিলেন। যেমন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন 'নিউ ডিল'। এই নিউ ডিলের ফলে আমেরিকার তখনকার ভাঙা অর্থনীতি আবার জোরালো হয়ে উঠেছিল। প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেভির ছিলো 'নি ফ্রন্টিয়ার'। আমেরিকার নিকৃষ্টতম প্রেসিডেন্ট তারও একটা রাজনৈতিক দর্শন ছিল, তা চিবলো 'নি ফ্যাসিবাদ'। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক দর্শন ছিলো রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা। জিন্নাহর দর্শন ছিল ভারত ভাগ ও মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। নেহরুর রাজনৈতিক দর্শন ছিলো আসাম্প্রদায়িক মর্ডান ইন্ডয়া গড়ে তোলা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ও একটি রাজনৈতিক দর্শন ছিলো। তা হলো গান্ধীর রামরাজত্ব বেং জিন্নাহর মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দর্শনের বিপরীতে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের রাষ্ট্রদর্শনটি ছিলো স্পষ্ট। তিনি বাংলাদেশের শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। অনেকেই বলে নেহরুবাদ ও মুজববাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মুজিবিজম বলতে কিচু নেই, যা 'মুজিবিজম' সেটাই 'নেহরুইজম'। নেহরুবাদ এবং মুজিববাদ অভিন্ন দর্শন মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। নেহেরু ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে মর্ডান ইন্ডিয়া গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি সমাজতন্ত্রী ভারত চাননি।

শেখ মুজিব প্রথম জীবনে শহীদ সোহাওয়ার্দীর প্রভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। তবে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তিনি পশ্চিমা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন খুব তাড়াতাড়ি। তিনি আওয়ামীলীগকে সমাজতন্ত্রভিত্তিক গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আদর্শে পুর্নগঠন

করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা ছাড়া বাংলাদেশের সমাজতন্ত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষতা কোনটাই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। তিনি সরাসরি বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্টা করতে যান নি।

কার্ল মার্ক্স বলেছিলেন, 'যে দেশে ধনতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি, সে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।' বঙ্গবন্ধু ও এ সত্যটা বুঝেছিলেন।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক চাপে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকা আসেন এবং দেশ পুর্ণগঠনের কাজ শুরু করেন। ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামীলীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৩টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং স্বাধীনতাকে সাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক নীতিমালাকে ঢেলে সাজান। বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বাঙালি জাতিকে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। স্বাধীনতাকে অর্থবহু করে মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্তান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মচসূচি ঘোষণা দেন, যার রক্ষ্য ছিল দূর্নীতি দমন, ক্ষেত খামারে ও কলকারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রগতি সাধিত করার মানসে ৬ জুন বঙ্গবন্ধু সব রাজনৈতিক, পেশাজীবী এবং বুদ্ধিজীবী মহলকে ঐক্যবদ্ধ করে মঞ্চ তৈরি করেন, যার নাম দেন 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ'। সমগ্র জাতিকে ঐক্যব্দ্ধ করে অর্তনেতিক মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পান।

কেমন বাংলাদেশ চাই প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস ুপলক্ষ্যে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

> "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবের বিশ্বাস করে। এটা কোন অগণতান্ত্রিক কথা মাত্র নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রিুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনার জন্য পুরাতন ব্যবস্থার ভিত উপরে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো।"

নতুন ব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে বঙ্গবন্ধু প্রথমেই যে কাজটি কররেন তা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাত্র ১০ মাসের মধ্যেই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবদিান প্রণয়ন হয়ে গেলো। এ যেন ছিল এক বিরল দৃষ্টান্ত। সংবিধানের স্তম্ভ চারটি হলো: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও নিরপেক্ষতা।

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করলেই সহজে বোঝা যাবে আসরে কেমন বাংলাদেশ তিনি চেয়েছিলেন।

- প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মারিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিদানের অধীন ও কর্তৃত্ব কার্যকর হইবে। (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১)
- অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫.ক)
- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫.খ)
- সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা; মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনেতিক অসাম্য বিলোপ (অনুচ্ছেদ ১৫.খ)
- সকল নাগরিকের সুযোগের সমতা; ..... মানুষে মানুষে সামাজি ও অর্তনেতিক অসাম্য বিলোপ (অনুচ্ছেদ ১৯/১,২)।
- কর্মের অধিকার (অনুচ্ছেদ ১৫.খ)
- একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৭.ক, খ)।
- মেহনতি মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান (অনুচ্ছেদ ১০)
- জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ (অনুচ্ছেদ ১০)
- কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য করবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.১)
- আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান (অনুচ্ছেদ ২৭)
- জীবনযাত্রার বৈষম্য ক্রমগতভাবে দূর করার লক্ষ্যে কৃষি বিপ্লবসহ গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধন (অনুচ্ছেদ ১৬)

মোদ্দাকথা হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন দেশ, যেখানে জনগণ এবং জনগণই একমাত্র সার্ববৌম। মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত এই দেশের মানুষর জন্য কমপক্ষে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। আজ থেকে ৪৮ বছর আগে মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বাংলাদেশে জনগণের মৌল আকাঙ্ক্ষা ছিলো; প্রথমত, বেষম্যহীন এক অর্থনীতি সমাজ রাষ্ট্রগঠন; আর দ্বিতীয়ত, অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো বিনির্মাণ। যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ঐ আকাঙ্ক্ষার কাজটি ঠিক ঠাকই শুরু হয়েছিলো।

তার আত্মজীবনীতে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমি নিজের কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করিনা। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসাবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যতদিন থাকবে ততদিন দুনিয়ায় মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।"

তার দুটি বই এবং বিভিন্ন ভাষণে প্রায়ই বঙ্গবন্ধু জনগণকে শোষণমুক্ত করে এক বৈষম্যবিহীন অর্থনেতিক ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্টার কথা বলেছেন।

সমাজতন্ত্র বলতে তিনি প্রধানত শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যবিহীন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতেন্ স্বাধীনতকার পর তার স্বপ্নের সোনার বাংরায় তিনি কোন বৈষ্যম্য দেখতে চাননি। ১৯৭২ সালের ২৬ শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন:

> বাংলাদেশে মানুষে মানুষে, ব্যক্তিতে ব্যাক্তিতে বৈষম্য তাকবে না। সম্পদের বন্টন ব্যবস্থায় সমতা আনতে হবে এবং উচ্চতর আয় এবং নিম্নতম উপার্জনের ক্ষেত্রে যে আকাশচুম্বি বৈষম্য এতদিন ধরে বিরাজ করছিল সেটা দূর করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু তার জনসভায় খুবই সহজ সরল ভাষায় বক্তৃতা করতেন। তার ব্যক্তব্য ছিল সুস্পষ্ট। যেমন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সারে এক জনসভায় তিনি বলেন:

> আমি কি চাই? আমি চাই বাংলার মানুষ পেট ভরে বাত খাক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ সুখী হোক। আমি কি চাই? আমার বাংলার মানুষ হেসে খেলে বেড়াক। আমি কি চাই? আমার সোনার বাংলার মানুষ আবার প্রাণভরে হাসুক।

তিনি প্রায়ই বলতেন তার লক্ষ্য হচ্ছে, "সোনার বাংলা গড়ে তোলা", কিংবা তিনি বলতেন, "দুঃখি মানুষের মুখে তিনি হাসি ফোটাতে চান"।

বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শন, রাজনৈতিক দর্শন, উন্নয়ন দর্শন, যোগসূত্র এবং মূলনীতি-ভিত্তিসমূহ;

দর্শন	মূলনীতি ভিত্তি
জীবন দর্শন (বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি)	১. সবার উর্ধ্বে মানুষ। ২. নৈতিক ও ন্যায়বোধ বিচারে সকল মানুষ সমান। ৩. একমাত্র মানুষই ইতিহাস সৃষ্টি করে।
রাজনৈতিক দর্শন	১. মানুষে মানুষে শোষণ মানব প্রগতি বিরুদ্ধ। যে কারণে শোষণ বঞ্চণা বৈষম্য অসমতা সৃষ্টিকারী সমাজ কাঠামো ভেঙে প্রগতিমূখী কাঠমো সৃষ্টির লড়াই সংগ্রাম ন্যায় সঙ্গত। ২. জনগণই হবে প্রজাতন্ত্রের মালিক । ৩. রাষ্ট্র কাঠামোর মূলনীতি হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। ৪. সমসুযোগভিত্তিক উন্নয়ন অধিকার।
উন্নয়ন দর্শন	১. বৈষম্যবিহীন অর্থনীতি। ২. অসাম্প্রদায়িক আলোকিত মানুষের সমৃদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ।

কিন্তু দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুর দর্শন বিরোধী ষড়যন্ত্র কর্মকাণ্ড জোরদার করেন দেশে চরম অস্থিতিশীল পরিবেশ করে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে নিশ্চিহ্ন করা নিশ্চিত করেছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশকে করা হয়েছে পশ্চাৎমুখী। আর যে কারণেই পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় লাগাতার সেনা শাসন, সৈরতন্ত্র, সেনা শাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তি তোষণ ও পোষণ, মৌলবাদের অর্থনীতির ও রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত এসবের ফলে সচেতনভাবেই দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরবর্তীকালে দেশ পরিচালিত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিক উল্টোপথে।

স্বপ্ন ছিলো সমতাভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা গঠনের কিন্তু তার জায়গায় প্রতিস্থাপিত হয়েছে নয়া উদারবকাদী যুক্তবাজার অর্থনীতি (যা মুক্তও নয়, দরিদ্র-বান্দব তো নয়ই) যা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত সংবিধানের সাথে সংগতিপূর্ণ ছিলো না। নয়া উদারবাদী মুক্তবাজার ব্যবস্থা ভিত্তিক অর্থনেতিক প্রক্রিয়া বাংলাদেশে আর্থসামাজিক বৈষম্যকে প্রকটতর করেছে, বেড়েছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য। গ্রাম-শহরের বৈষম্য, দুর্বল-সবলের বৈষম্য, নারী পুরুষের বৈষম্য পাশাপাশি বড়েছে গুটিকয়েক সুপার-ডুপার ধনী, জনগণের জীবন পরিচালনায় প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, দক্ষ প্রশিক্ষিত আলোকিত শ্রমশক্তির অভাব, মনুষ্য শ্রমের স্বল্পমূল্য,

কর্মসংস্থানের অভাব, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, বিচারিক অন্যায্যতা, দুর্নীতি, দুঃশাসন, উগ্র সাম্প্রদায়িকাত পরস্পর সম্পর্কিত এসবই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবন দুর্বিষহ করেছে।

গবেষণায় ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে বঙ্গবন্ধু বেঁছে থাকলে এবং একই সাথে 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন' বাস্তাবায়িত হরে সকল গুরুত্বপূর্ণ মানদন্ডে বাংলাদেশ কম্পনাতীত মাত্রায় এগিয়ে যেতো। কিন্তু তা হয়নি। যাকে আমরা বলছি 'কল্পনাতীত হারানো সম্ভাবনা বা unimaginable lost possibilities'.

বঙ্গবন্ধুহীন আজকের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি অতিমাত্রায় শ্রেণিভিত্তিক এবং চরম বৈষম্যমূলক। এ শ্রেণিবৈষম্য ক্রমবর্ধমান। ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য ও ধনবৈষম্য নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক নেই। আর্থ-সামাজিক শ্রেণি মই এর অত্যুচ্চ স্থানে মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ মানুষ অত্যুচ্চ ধনী নয় তারা rent seeking এর বিভিন্ন পথ পদ্ধতিতে সমগ্র অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বুত্তায়িত করেছে। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি সমীকরণটা দাঁড়িয়েছে এমন যে লুটেরা দুর্বুত্ত, পরজীবী, অনুপার্জিত আয়কারী, অন্যের সম্পদ হরণকারী আত্মসাৎকারী, ফাও খাওয়া এই Rent seekers গোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকেতাদের অধীনস্থ করার ফলে বাস্তব উন্নয়ন নীতি দর্শনটাই এমন যে ধনী আরও ধনী হবে, মধ্যবিত্তের অধোগতি হবে এবং দরিদ্ররা নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হবে এ সবই বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংরাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামো রূপান্তরের মূলকথা।

শত বাধা উপেক্ষা করেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেখ হাসিনার উদ্যোগে, নেতৃত্বে গুটি গুটি পায়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান বাংলাদেশর অবকাঠামোগত উন্নয়ন চোখে পরার মতো। তার সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে দেশে শিশুমুত্যুর হার কমেছে, বিশ্ব শ্রমবাজারে ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, মাদকবিরোধী কার্যক্রম বেগবান হয়েছে, নদী-খাল-বিল পুনঃখনন হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে রীতিমতো যুদ্ধ করে যাচ্ছেন তিনি।

তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় এখন ২০০০ ডলারেরও বেশি। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাদ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ সবক্ষেত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে উন্নয়ন।

পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, মেট্রোরেলসহ অনেক অবকাঠামো আজ বাস্তবায়নের মুখ দেখেছে- যা জননেত্রী শেখ হাসিনাার সফল উদ্যোগ। বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' বাস্তবায়নে ক্লান্তহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

সমাজতন্ত্রী শিবিরের পতন এবং গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের রিসারজেন্সের পর একদল বলছে, সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য তার কন্যা শেখ হাসিনা এখন অর্থনীতি ও রাজনীতির যে পথ ধরেছেন, শেখ মুজিব বেঁচে থাকলে এখন তাঁকেও সে পথ ধরতে হতো। সব ধর্মীয় দর্শনকে আমরা যখন বিলুপ্ত মনে করছি, তখন দেড় হাজার বছর পর ইসলাম ইরানে বিপ্লবী চেহারা নিয়ে আবার জেগে উঠেছে। বাংলাদেশেও বঙ্গবন্ধুর রাজনেতিক দর্শন পরাজিত হয়নি। সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে। শেখ হাসিনা এখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের খুঁটিটা আগলে আছেন। তিনি যদি গণতন্ত্রের খুঁটিটাই আগরে রাখতে পারেন, তাহলে এই খুঁটিই গণতন্ত্রের দুয়ার খুলবে। এই দুয়ার খুলবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী অনাগত এক বিপ্লবী তরুণসমাজ। তাদের পদধ্বনি এখানো শোনা যাচ্ছে না, সময়মতো শোনা যাবে।

একদিন এ দেশের মানুষ শোষিতের গণতন্ত্রকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিবে- সেদিনই হবে বঙ্গবন্ধুর দর্শনের মহাবিপ্লব।

“জয় বাংলা, বাংলার জয়”।

তথ্যনির্দেশঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ।

২. শেখ মুজিবুর রহমান, কারাগারে রোজনামচা।

৩. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ১৯৭২।

৪. প্রফেসর ড. রওনক জাহান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা।

৫. আবুল বারকাত, বঙ্গবন্ধু দর্শন: তত্ত্ব, প্রয়োগ ও উচ্ছেদিত সম্ভাবনা।

৬. যায় যায় দিন, কলাম মোনায়েম সরকার, ১৮, মে, ২০২১।

৭. বাংলা ট্রিবিউন, কলা, ড. রহমান নাসির উদ্দিন, ১৫ আগস্ট, ২০২১।

৮. কালের কণ্ঠ, কলাম, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, ৩ রা আগষ্ট, ২০২১।